যুগান্তর

তারিখ ... 9 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... 12 ... কলাম ... 7 ...

মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষার উন্নয়নে নতুন আইন হচ্ছে

মুসতাক আহমদ

দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এবং কলেজ পর্যায়ে বিশেষায়িত স্নাতক শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন এবং সরকারি তদারকিতে গতিশীলতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে নতুন আইন হচ্ছে। নতুন এ আইনের কারণে মূলত 'বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ)' বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এর পরিবর্তে ওই প্রতিষ্ঠানটিই 'জাতীয় শিক্ষক শিক্ষা, নিবন্ধন ও অ্যাক্রিডিটেশন কর্তৃপক্ষ' হিসেবে নতুন নামে আবির্ভূত হবে। নতুন সংস্থাটিই নতুন আইনের অধীনে কাজ করবে।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, নতুন আইন বাস্তবায়িত হলে একদিকে সারাদেশে বিএড-এমএড ডিগ্রি প্রদানের নামে তথাকথিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও ডুইফোঁড় প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট বাণিজ্য ও নিম্নমানের ডিগ্রি প্রদান এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান ও সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম-দুর্নীতির পথ যেমন বন্ধ হবে, অপরদিকে বেসরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষকদের মধ্যে যোগ্যদের প্রমোশনেরও সুষ্ঠু ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রধান শিক্ষক নিয়োগ, প্রতিষ্ঠান খোলা ইত্যাদিতে শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত হবে। এছাড়া স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় একটি 'সাধারণ' মানের জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া তো থাকছেই।

সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, আইনের খসড়া ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত হয়েছে। এতে আইন লংঘনের শাস্তি এবং জরিমানার বিষয়টিও উল্লেখ থাকছে। বুধবার নির্ধারিত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এক সভায় এটি তোলা হবে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ওই সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

বর্তমানে এনটিআরসি কেবল সারাদেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রায় শিক্ষক হিসেবে যোগদানেচ্ছুদের শুধু পরীক্ষা নিয়ে প্রত্যয়নপত্র প্রদান করে আসছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, এ একটিমাত্র কাজের জন্য সরকারের বিপুলসংখ্যক জনবল এবং অর্থ ব্যয়ের বিষয়টিকে দাতারা অপচয় হিসাবে দেখছেন। যে কারণে বহু আগে থেকেই এনটিআরসিকে একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে কার্যপরিধি বৃদ্ধির পাশাপাশি একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চাপ ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শেষের দিকে এ কারণেই আইনটি অধ্যাদেশ হিসেবে তৈরি করে আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের এক সভায় উত্থাপিতও হয়েছিল। কিন্তু জাতীয় নির্বাচনের ব্যস্ততা আর নির্বাচিত সরকারের আশু আগমনকে সামনে রেখে কার্যক্রম তখন স্থগিত করা হয়। সূত্র আরও জানায়, আইনের খসড়ার ওপর ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতর এবং মাদ্রাসার মহাপরিচালক, এনসিটিবি চেয়ারম্যানসহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মতামত নেয়া হয়েছে।

সূত্র জানায়, নতুন অ্যাক্রিডিটেশন কর্তৃপক্ষকে অধিক ক্ষমতাবান করার লক্ষ্যে এর গঠন কাঠামোতে আনা হয়েছে আমূল পরিবর্তন। বাড়ানো হয়েছে কার্যপরিধি। নির্বাহী বোর্ডের পরিবর্তে কাজ করবে ২৫ সদস্যের শক্তিশালী বোর্ড অব গভর্নরস। ইতিপূর্বে নির্বাহী বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন এনটিআরসি'র প্রধান। নতুন আইনে দু'জন আলাদা ব্যক্তি হবেন এবং বোর্ড অব গভর্নর্সের প্রেসিডেন্ট হবেন শিক্ষামন্ত্রী আর প্রতিষ্ঠানের প্রধান হবেন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বা অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার আমলা। চেয়ারম্যান শিক্ষাবিদ বা আমলা যিনিই হন তাকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং পিএইচডি ডিগ্রিধারী হতে হবে। আর বোর্ড অব গভর্নর্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে থাকবেন শিক্ষা সচিব।

নতুন আইন অনুযায়ী হুট করেই প্রধান শিক্ষক হওয়া যাবে না। সহকারী শিক্ষকরা সহকারী প্রধান এবং সহকারী প্রধানরা প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি পাবেন। আর তারা ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার পরই যোগদান করবেন না। ম্যানেজিং কমিটি শুধু একটি প্যানেল তৈরি করে অ্যাক্রিডিটেশন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেবে (পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগের মতো)। সেখান থেকে অ্যাক্রিডিটেশন কর্তৃপক্ষ একজনকে নিয়োগ দেবে।

২০০৫ সালের আইনে নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাড়া অন্যদের নিয়োগের কারণে শাস্তির বিধানের কথা উল্লেখ নেই। সংশোধিত অধ্যাদেশের ১২ ধারায় (আগের আইনের ১০ নম্বর ধারার ৩ নম্বর উপধারা হিসেবে) শাস্তি নির্ধারিত করে বলা হয়, এ অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সব আর্থিক সুবিধা সরকার বন্ধ করে দেবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকও বেতন-ভাতা পাবেন না। এছাড়া মানসম্মত শিক্ষাদানে ব্যর্থতার দায়ে শিক্ষক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, কর্মসূচি ও অনুষদের অ্যাক্রিডিটেশন স্থগিত বা বাতিল করা হবে। এ লক্ষ্যে শর্তাবলী ও বিধি প্রণীত হবে।

এখন থেকে বিএড কলেজের অনুমোদন দেবে এ প্রতিষ্ঠান। অধ্যাদেশ জারির পর বিনা অনুমতিতে কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা বা কোর্স পরিচালনা করা যাবে না। অনুমতি ছাড়া কোর্স পরিচালনা করলে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানেরও অধিভুক্তি সাময়িক বাতিল হয়ে যাবে। এজন্য প্রতিদিন হারে ১০ হাজার টাকা জরিমানা হবে।

বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইন্সটিটিউট ও অনুষদকে পুনরায় অনুমতি নিতে হবে এবং প্রাথমিকভাবে দু'বছরের জন্য অনুমতি দেয়া হবে। মানসম্মত শিক্ষাদান ও অন্যান্য শর্ত পূরণ করলে পরে ৫ বছরের অনুমতি দেয়া হবে এবং তা ৫ বছর পরপর নবায়ন করতে হবে। বিএড বা সমমান ডিগ্রি ছাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হবে না। আর এ ডিগ্রি এনটিআরসি স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে নিতে হবে।

তিনটি স্থায়ী কমিটি শিক্ষক শিক্ষা ও যোগ্যতার মান, শিক্ষক মূল্যায়ন এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর অ্যাক্রিডিটেশন দেবে। আগে প্রণীত আইনের সঙ্গে নতুন আইন সাংঘর্ষিক হলে নতুনটিই কার্যকর হবে। অধ্যাদেশ জারির পর এনটিআরসির সম্পদ, জনবল, দেনা-পাওনা নতুন প্রতিষ্ঠানের হয়ে যাবে।